কালের কণ্ঠ

তারিখ 13 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে গড়ে তোলা ভণ্ড পীরের স্থাপনা

ভণ্ড পীর লালভাণ্ডারী

- তিন একর জায়গা উদ্ধারে তৎপরতা নেই
- প্রশাসনের যোগসাজশের অভিযোগ

চবির জমি দখল করে ভণ্ড পীরের আস্তানা

শাখাওয়াত হোসাইন, চবি ▶

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) কয়েক কোটি টাকা মূল্যের প্রায় তিন একর জমি দখল করে আস্তানা গড়ে তুলেছেন 'লালভাণ্ডারী' নামের কথিত এক পীর। ৩২ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ জায়গা ভোগদখল করছেন তিনি। বেদখল জমি উদ্ধারে উপাচার্যের পক্ষ থেকে চবির নিরাপত্তা ও প্রকৌশল দপ্তরে আবেদন জানানো হলেও অদৃশ্য কারণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় একটি গোষ্ঠী চবি প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে যোগসাজশ করে লালভাণ্ডারীকে দিয়ে জায়গাটি ভোগদখলে রেখেছে।

সরেজমিন এলাকা ঘুরে জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পশ্চিম জঙ্গলপট্টি মৌজার আরএস ৩৯১ এবং বিএস ৮৬০ দাগের প্রায় তিন একর জমি দখল করে আছেন মনসুর শাহ নামের এক ব্যক্তি। তিনি নিজেকে পীর বলে দাবি করেন। স্থানীয়দের কাছে তিনি লালভাণ্ডারী নামে পরিচিত। দখল করা জমিতে একটি পাকা ভবন, একটি গরু-ছাগলের খামার, দুটি পুকুর এবং একটি বিশালাকার বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করেছেন লালভাণ্ডারী। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তিনি ভণ্ড পীর। এ ছাড়া লালভাণ্ডারী নিজেও কালের কণ্ঠের কাছে নিজের ১২টি বিয়ের কথা স্বীকার করেছেন।

এ বিষয়ে কথা বলতে চবি উপাচার্য ড. আনোয়ারুল আজিম আরিফের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে চবির কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন আহম্মদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'লালভাণ্ডারী নামের ভণ্ড পীর যে জায়গাটি দখল করে ভোগ করছেন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ১

চবির জমি দখল করে ভণ্ড পীরের আস্তানা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

দলিলকৃত জায়গা। অথচ দীর্ঘদিন ধরে তিনি জায়গাটি দখল করে আছেন।' এই জমি উদ্ধারে কোনো বিভাগ থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। চবির এস্টেট বিভাগ, নিরাপত্তা শাখা এবং প্রকৌশল বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা একে অপরের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করেন। জানা গেছে, দীর্ঘদিন চবির জমি বেদখল হলেও এটি উদ্ধারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোনো দপ্তর থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সর্বশেষ ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে চবি উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ নিজে সরেজমিন পরিদর্শনের পর জায়গাটি উদ্ধারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে এস্টেট বিভাগকে নির্দেশ দেন। একই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি লালভাণ্ডারীকে উৎখাত করে জীববিজ্ঞান অনুষদের পেছনে একটি নিরাপত্তা চৌকি স্থাপনের জন্য প্রকৌশল দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ওই বছরের ৩ মার্চ এস্টেট বিভাগ নিরাপত্তা বিভাগকে ব্যবস্থা নিতে লিখিত নির্দেশনা দেয়। কিন্তু অদ্যাবধি বেদখল জমি উদ্ধারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এ ব্যাপারে চবির এস্টেট বিভাগের কর্মকর্তা জাকের আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'লালভাণ্ডারী দীর্ঘদিন ধরে জীববিজ্ঞান অনুষদের পশ্চিমে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা দখল করে আছেন। এটি উদ্ধারে আমরা অনেক আগেই নিরাপত্তা দপ্তরকে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু এখনো উদ্ধার হয়নি। এ ছাড়া, অনুষদের পেছনে একটি নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণের জন্য প্রকৌশল দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তাও করা হয়নি।'

তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ জমি উদ্ধারে নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণের প্রয়োজন নেই মন্তব্য করে চবির প্রধান প্রকৌশলী আলমগীর হোসেন চৌধুরী বলেন, 'শুধু লালভাণ্ডারীর দখল করা জায়গা উদ্ধারের জন্য নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্বলতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।' জানা গেছে, লালভাণ্ডারীর দখল করা জমিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট, পাকা ভবন ও গরু-ছাগলের শেড নির্মাণের জন্য যাযাবরীয় মালামাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেট দিয়ে পরিবহন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে লালভাণ্ডারীর মালামাল পরিবহন নিষিদ্ধ করার জন্য নিরাপত্তা দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হলেও এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

লালভাণ্ডারীকে চবির জমি দখলে সহায়তাদানের জন্য সবার অভিযোগের তীর নিরাপত্তা দপ্তরের দিকে। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে চবির নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান বজল হক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি-সংক্রান্ত কাজ করে এস্টেট বিভাগ। আমরা নিরাপত্তা দিই। লালভাণ্ডারীর মালামাল বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে আনা-নেওয়া করতে দেওয়া হয় না।' কিন্তু এরপরও কিভাবে স্থাপনার মালামাল ওই স্থানে গেল, সে ব্যাপারে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। বরং লালভাণ্ডারীর কাছ থেকে জমি উদ্ধারে এস্টেট বিভাগের লিখিত নির্দেশনার বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যান।

এদিকে দখলকৃত জমি নিজের দাবি করে মনসুর শাহ (লালভাণ্ডারী) কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় অনৈতিকভাবে আমার জায়গা দখল করতে চায়। এই জায়গা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ফলে অনেক পুলিশ কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তাকে আল্লাহ ক্ষতি করেছেন।' নিজের কাছে জমির বৈধ কাগজপত্র আছে দাবি করলেও এ প্রতিবেদককে কোনো নথিপত্র দেখাতে পারেননি তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও তাঁর গরু-মহিষের একাধিক খামার রয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতি রাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে লোকজন এসে আসরে অংশ নেয়। এ ছাড়া পীরের বাড়ি দেখাশোনা ও খামার পরিচালনার জন্য নিয়মিত ৪০-৪৫ জন লোক কাজ করছে।

উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালে সরকার সমতল ও পাহাড় মিলিয়ে এক হাজার ৭৫০ একর জমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করে। কিন্তু ১৯৭৫-৭৬ সালে বিএস (বাংলাদেশ সার্ভে) হওয়ার সময় চবির এস্টেট বিভাগের দায়িত্বহীনতার কারণে ১৯৫৯ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে এবং বাকি ৪৯৪ একর জমি সরকারের খাস জমি হিসেবে রেকর্ড করা হয়।